গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
এস্টাবলিশমেন্ট অব ১৬০টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) Phase-II
www.banbeis.gov.bd

বিষয়: "এস্টাবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) Phase-II" শীর্ষক প্রকল্পের ২০/০২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত Project Implementation Committee (PIC) এর ৪র্থ তম সভার কার্যবিরণী।

সভাপতি	:	হাবিবুর রহমান মহাপরিচালক, ব্যানবেইস
সভার তারিখ	:	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২
সময়	:	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সভাকক্ষ, ব্যাসবেইস
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি অবহিত করেন "এস্টাবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) Phase-II" প্রকল্পটি কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংকের সহায়তায় ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনি জানান গত ১৩/১২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য উপপ্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান।

২। উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উদ্দেশ্য, মূল অংগসমূহ, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ ও প্রস্তাবনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে এপ্রিল ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনি গত ১৩/১২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে, মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ৩০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিন করার বিষয়ে প্রকল্প স্টেয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। LMS তৈরির প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করে ২০২২ সালের শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। উপপ্রকল্প পরিচালক জনান প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪৫৪২.৫৬ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি-২৫২৪৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৯২৯৭.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল অংগসমূহের আওতায় ১৬০ টি উপজেলায় চারতলা ভিত্তিসহ দুইতলা ভবন নির্মাণ, আইসিটি ল্যাব এবং সাইবার সেন্টার স্থাপন, ই-লার্নিং সিস্টেম উন্নয়ন, ইএমআইএস আপগ্রেডেশন এবং দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। তিনি অবহিত করেন যে, প্রকল্পের শুরু থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৬৮১৭.৯৩ (১৯.৯০%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ৯২৬.০৪ (৩.৬৭%) লক্ষ টাকা এবং ডিপিএ ১৫৯৪১.০৫ (২৬.৮৮%) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে উপপ্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন ১৬০ টি উপজেলায় ২০১৭-২০১৯ সালে জমি নির্বাচন করে HBRI এর মাধ্যমে মাটি পরিক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর ২০১৮ সালে নিয়োগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোরিয়ান মেইন প্রকিউরমেন্ট কোম্পানী নিয়োগ করে (Taihan Consortium) ০৭/০৯/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। শর্তানুযায়ী ৭/১১/২০২১ তারিখ হতে চুক্তির কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির বিষয়ে তিনি বলেন ২২টি উপজেলায় ভবন নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ৮টি উপজেলায় এ মাসে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ৬৪টি উপজেলায় ছোটখাটো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা অপসারনের কাজ চলছে। উপপ্রকল্প পরিচালক আরও জানান প্রকল্পের কয়েকটি উপজেলায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলো অপসারনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি আরও জানান ডিপিপিতে উল্লেখিত ১৬০টি উপজেলার তালিকা মোতাবেক মাটি পরীক্ষার সময় ৯টি উপজেলায় জমি বরাদ্দের সম্মতি না পাওয়ায় ৯টি নতুন উপজেলায় মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে। যার তালিকা ডিপিপি সংশোধনের সময় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জমি নির্বাচনের পর ২/৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রায় ৪৮টি উপজেলায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ায় স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এসকল উপজেলায় মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হবে। ইতোপূর্বে সরকারি প্রতিষ্ঠান HBRI এর মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে। নতুন পরিবর্তিত সাইটের মাটি পরীক্ষার কাজ HBRI এর মাধ্যমে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে ব্যয় হবে তা প্রকল্পের জিওবি অংশে এ খাতে বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। তিনি বলেন প্রতিটি সাইটে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য বাস্তবভিত্তিক ডিটেইল স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রস্তুত করা হচ্ছে। কিন্তু বিডিং ডকুমেন্টে ১৬০টি ভবনের সম্ভাব্য ডিজাইনের সাথে নিম্নরুপ পার্থক্য দেখা যায়:

বিডিং ডকুমেন্টে ১৬০টি ভবনের সম্ভাব্য ডিজাইন	কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বাস্তবভিত্তিক ডিটেইল স্ট্রাকচারাল ডিজাইন
Type-A: ফুটিং ৬০টি, Type-B: ১৩.৫ মিটার পাইল ২৭টি, Type-C: ১৫ মিটার পাইল ৬৩টি, Type-C: ১৮ মিটার পাইল ১০টি, মোট: ১৬০টি	Type-A: ফুটিং ৬৬টি, Type-B: ১৫ মিটার পাইল ৩১টি, Type-C: ১৮ মিটার পাইল ৩৪টি, Type-D: ২১ মিটার পাইল ১৪টি, ডিজাইন প্রস্তুত হয়নি ১৫টি, মোট: ১৬০টি

ডিজাইনে এ পরিবর্তনের ফলে পাইলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০২৬০ মিটার বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৪। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব জনাব আব্দুল কাদের বলেন মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ অন-লাইন এবং অফ-লাইন উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি ভবন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইলিং এর বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ দেখানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন কোন সাইটে কম বা কোন সাইটে বেশী লাগতে পারে সেক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধির পরিমান নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৫। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো. আবুল হাসেম সরদার বলেন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে, সেক্ষেত্রে ভবন নির্মাণ কাজকে অগ্রাধীকার দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার বিষয়ে গুরুত্বআরোপ করেন। পরিবর্তিত নতুন সাইটের মাটি পরীক্ষার পর স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের প্রয়োজন হবে এবং এতে অনেক সময় লাগবে। এগুলোয় পাইলিং এর পরিমান কি হবে তা স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের পর জানা যাবে। তিনি আরও বলেন পাইলিং এর গভীরতা পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

৬। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব জনাব মোল্লা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান বলেন নতুন সাইটের মাটি পরীক্ষার জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলে পিআইসিতে সুপারিশ নিয়ে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ ছাড়া অতিরিক্ত পাইলিং এর জন্য জমি বরাদ্দের সম্মতি না পাওয়ায় অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হলে তা কোন খাত হতে নির্বাহ করা হবে তার সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন।

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব জনাব মুহাম্মদ জহরুল ইসলাম বলেন ডিপিপিতে বর্ণিত ৯টি উপজেলায় জমি বরাদ্দের সম্মতি না পাওয়ায় পরিবর্তীত নতুন ৯টি উপজেলায় UITRCE স্থাপনের লক্ষ্যে মাটি পরিক্ষা করা হয় যা কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিপিপি বহির্ভূত ৯টি উপজেলায় UITRCE নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/সম্মতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়টি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে নতুন সাইটের মাটি পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত পাইলিং প্রয়োজন হলে আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা অনুসরন করে প্রক্রিয়া করার বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেন।

৮। একনেক উইং এর উপপ্রধান (উপসচিব) জনাব নিশাত জাহান উল্লেখ করেন প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি ব্যয়ের জন্য ডিপিইসি এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কাজের পরিমান বৃদ্ধি পেলে ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি থেকে ব্যয় করা যেতে পারে।

৯। সভাপতি উল্লেখ করেন কোভিড-১৯, প্রকল্প মূল্যায়ন ও অন্যান্য অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় বর্তমান মেয়াদে প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

১০। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১০.১ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে;

১০.২ ডিপিপিতে উল্লেখিত ১৬০টি উপজেলার তালিকা হতে পরিবর্তীত ৯টি নতুন উপজেলা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে;

১০.৩ স্থান পরিবর্তনের কারণে যে সকল উপজেলায় মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হবে তার যৌক্তিকতাসহ HBRI এর মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি প্রকল্পের জিওবি অংশে বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে;

১০.৪ কোরিয়ান কনসাল্টিং ফার্ম কর্তৃক বিডিং ডকুমেন্টে বর্ণিত পাইলিং এর চেয়ে অতিরিক্ত পাইলিং এর যে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হলে প্রকল্পের ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি থেকে সকল বিধি-বিধান অনুসরনপূর্বক ব্যয় করা যেতে পারে; এবং

১০.৫ সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১২/২০২২

হাবিবুর রহমান